গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৫ শাখা
www.mopa.gov.bd

নং- ০৫.০০.০০০০০.০০০.১৮৪.২৭.০০০১.২৫- ৫৭

তারিখ : ১০ ভাদ্র ১৪৩৩ / ২৫ আগস্ট ২০২৬

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং ২০৬৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর)-কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখা হতে ০৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৯.১৯.০০৯.২৪.৪৫৫ নম্বর স্মারকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে পদায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এ ন্যস্ত করা হয়। সে-প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর হতে ৩১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের ০৫.৫৫.২৭০০.০১৫.০৬.০০৪.১৭.৫৮২ নম্বর স্মারকে জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং ২০৬৮৯)-কে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে ন্যস্তকৃত কর্মস্থলে যোগদানের জন্য অবমুক্ত করা হয়। কিন্তু জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং ২০৬৮৯) ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এ যোগদান করেননি মর্মে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখাকে অবহিত করা হয়। মাঠ প্রশাসন-২ শাখার ০২.০১.২০২৫ তারিখের ০৫.০০.০০০.১৪১.২৭.০২০.১৬-০১ নম্বর স্মারকে উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৮.০১৯.০০১.২৫.১৪৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হিসেবে বদলিপূর্বক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেননি। ০১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত কর্মস্থলে যোগদান না করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে- সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে গত ২২.০৪.২০২৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭. ০০০১.২৫.৯০ সংখ্যক স্মারকে ০৭/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় কার্যধারা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবররণী অভিযুক্তের বরাবর প্রেরণ করা হয়:

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং-২০৬৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর) গত ০১.০৫.২০২৫ তারিখে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করেন। তিনি তার জবাবে উল্লেখ করেন যে, গত ৩১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর থেকে অবমুক্ত হবার পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে তার বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এ যোগদান করার কথা থাকলেও তিনি যোগদান করেননি। তিনি জবাব দাখিল করলেও ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ তার পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় তিনি তার লিখিত জবাবটিকে গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। অভিযুক্তের লিখিত জবাব এবং নথি পর্যালোচনায় উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের নিমিত্ত অভিযোগটি তদন্ত করা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা বিভাগীয় কার্যধারাটি তদন্ত করে গত ২২.০৯.২০২৫ তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর তদন্ত প্রতিবেদনে সার্বিক পর্যালোচনায় নিম্নরূপ মতামত প্রদান করেন:

> " সরকারপক্ষ ও অভিযুক্তপক্ষে সমুদয় সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধিমতে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং-২০৬৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) ও ৩ (গ) বিধিতে উল্লিখিত অসদাচরণ (Misconduct) ও পলায়ন (Desertion) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।"

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং-২০৬৮৯) এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এবং 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ঘ) অনুযায়ী চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ০৬.১১.২০২৫ তারিখে ০৫.০০.০০০০. ০০০.১৮৪.২৭.০০০১.২৫.১০৮ সংখ্যক স্মারকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ঠিকানায় এবং তার ব্যক্তিগত ই-মেইলে বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদনসহ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয় কিন্তু তিনি জবাব প্রদান করেননি:

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং ২০৬৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর)-কে 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল থাকায় 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'এর বিধি ৭(১০) অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-কে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং-২০৬৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) ও ৩ (গ) বিধিতে উল্লিখিত অসদাচরণ (Misconduct) ও পলায়ন (Desertion) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দন্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩) (ঘ) বিধিমতে গুরুদন্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ অর্থাৎ ০১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন; এবং

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং-২০৬৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ (Misconduct) ও পলায়ন (Desertion) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকার কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দন্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩) (ঘ) বিধিমতে গুরুদন্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ অর্থাৎ ০১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' গুরুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব

তারিখ : ১০ ভাদ্র ১৪৩৩ / ২৫ আগস্ট ২০২৬

নং- ০৫.০০.০০০০০.০০০.১৮৪.২৭.০০০১.২৫-৫৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:-

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা;
৩) সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা;
৪) অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৫) বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর;
৬) অতিরিক্ত সচিব (এপিডি/শৃঙ্খলা ও তদন্ত/আইন/সি.আর/প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
৭) যুগ্মসচিব (শৃঙ্খলা-১/মাঠ প্রশাসন/সচিবালয় ও কল্যাণ/পিএসিসি), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
৮) যুগ্মসচিব (শৃঙ্খলা- ১/২ /উনি অধিশাখা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
৯) জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর;
১০) উপদেষ্টার একান্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
১১) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
১২) উপনিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা- পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি এ শাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো;
১৩) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সচিবের সদয় অবগতির জন্য), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
১৪) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিনান্স অফিসার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা;
১৫) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
১৬) জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং ২০৬৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর);
১৭) সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা-১/শৃঙ্খলা-৩/শৃঙ্খলা-৪/মাঠ প্রশাসন-৩/৫/কল্যাণ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
১৮) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
১৯) অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

(মো: সৈকত ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব